উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

আমি ডা: মোঃ মশিউর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০২০ সালের ১০ই অক্টোবর যোগদান করি।

দায়িত্ব গ্রহণের সময় উক্ত হাসপাতালে যে যে সেবা চালু ছিলো না:-

- বর্হিবিভাগে বেশ কয়েকটি কক্ষ ও অপারেশন থিয়েটার স্টোর রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।
- এ্যাম্বুলেন্স নষ্ট অবস্থায় গ্যারেজে পড়ে ছিল।
- এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি সেবা চালু ছিল না।
- HSS Rangking ৩৭৭ নং এ এই হাসপাতালের অবস্থান ছিল।
- হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমান ঔষুধ সরবরাহ ছিল না।
- Bed Occupancy Rate ছিলো ৫০-৬০%।
- হাসপাতালের কর্মচারীরা নিয়মিত ছিল না।
- জরুরী বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা ছিল না।
- জরুরী বিভাগে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ছিল না।
- পুরো হাসপাতাল রাতের বেলায় পর্যাপ্ত আলোর অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাত।
- ইউজার ফি জুলাই-২০১৯ হইতে জুন-২০২০ মোট ৫,৭৪,৭৮০/- টাকা উত্তোলন হয়েছিলো।

আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর যেসব সেবা পর্যায়ক্রমে চালু করা সম্ভব হয়েছে:-

- হাসপাতালে ইন্টারকম সার্ভিস চালু করা।
- অন্ত: বিভাগে সাউন্ড সিস্টেম এর মাধ্যমে রোগীর লোকজনদের সচেতন করা।
- হাসপাতালের দেয়ালে স্বাস্থ্যবার্তার নির্দেশিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা।
- স্বাভাবিক প্রসবের হার পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন হয়েছে। আগে মাসে ৩০-৪০টি ডেলিভারী হতো, যা বর্তমানে প্রতি মাসে দাড়ায় ৭০-৮০ টি।
- ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন চালু করা।
- আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন উদ্বোধন করা ও সেবা চালু রাখা।
- হাসপাতালে পর্যাপ্ত ঔষুধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ফুলবাড়ীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম সিজারিয়ান অপারেশন এর মাধ্যমে অপারেশন থিয়েটার চালু করা এবং সেবা অব্যাহত রাখা।
- মাননীয় সংসদ সদস্যের সহায়তায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে নতুন এ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করা।
- জরুরী বিভাগে Sterilizer স্থাপণ করে যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- হাসপাতালে জরুরী বিভাগ, অন্ত: বিভাগ ও হাসপাতালের সামনে পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বহি: বিভাগে NCD কর্ণার, VIA রুম, Breast feeding রুম, CC কর্ণার, IMCI কর্ণার চালু করা।
- Gene Xpart Machine স্থাপন করা।
- উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় বহির্বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে।
- প্যাথলজিক্যাল টেস্টের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
- রেকর্ড পরিমান ইউজার ফি উত্তোলন করা। (জুলাই-২০২০ হইতে জুন-২০২১ এ মোট=**১৩,৪৯,৯৪৯/-** টাকা এবং জুলাই-২০২১ হইতে জুন-২০২২ মোট=**১২,৩০,৮৫১/-** টাকা)
- বহি: বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক মেডিকেল অফিসার এর দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- Bed Occupancy Rate ১০০ থেকে ১১০% এ উন্নীত করা।
- হাসপাতালে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ড্রেসকোড ও আইডিকার্ড এর আওতায় আনা।
- ফুলের বাগান তৈরী (হাসপাতালের সৌন্দর্য বর্ধণ ও পরিবেশের উন্নয়নে)।
- আবাসিক মেডিকেল অফিসারের রুমের পরিবেশ উন্নত করা।
- হাসপাতালে বিভিন্ন বিভাগে সেবার সাথে কালার কোড মেনে পর্দার ব্যবস্থা করা হয় যা হাসাপাতালের সৌন্দর্যের সাথে উন্নত পরিবেশের ছোঁয়া পাওয়া যায়।
- প্রত্যেক মাসিক সমন্বয় সভায় চিকিৎসক থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্টাফের কাজ করার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য মোটিভেশন করা চেষ্টা করি যার ফলাফলে হাসপাতালে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- উপজেলা পর্যায়ের একটি হাসপাতালে যেসব চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন তার সব কয়টি চালু আছে।
- সর্বোপরি সকলের প্রচেষ্টায় গত জুলাই-২০২২ মাস থেকে HSS Rangking এ সারা বাংলাদেশে ১ম স্থানে রয়েছে।